গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ৫ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ এহছানে এলাহী সচিব
সভার তারিখ	২১ মে, ২০২২
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- ‘ক’

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান, এসডিজি ৮.৭.১-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। অত:পর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব জেবুন্নেছা করিম এ পর্যায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাস ব্যাপী নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-০১) জনাব এস.এইচ.এম. মাগ্‌ফুরুল হাসান আব্বাসী সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। আলোচনা:

(ক) গত পিএসসি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা: প্রকল্পের সর্বশেষ পিএসসি সভা গত ৩০-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যবৃন্দ হতে কোন সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয় । সভায় উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং এতে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়।

(খ) প্রকল্প কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা: প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা (‘বি’ ক্যাটাগরি প্রকল্প হিসেবে বরাদ্দের ৭৫% অর্থাৎ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা)। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১০০১৯.৬২ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৩৫.২২%, ভৌত: ৫০%)। তাছাড়া নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৩০৭.৬৮ লক্ষ টাকা; যা বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার বরাদ্দের বরাদ্দের ৭১.৮০% ।

(গ) গত পিআইসি সভার কার্যবিবরণীর অগ্রগতি ও সুপারিশ পর্যালোচনা: প্রকল্পের সর্বশেষ পিআইসি সভা গত ২৮-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন জানান যে, প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ১১২ টি এনজিও কর্তৃক দেশের ১০ জেলায় ১৪ টি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ৩১ শে জুলাই ২০২২ এবং ০৪ মাসব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের মূল কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে; শুধু ডাটাবেজ তৈরির কাজ

চলমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উচ্চ অগ্রাধিকার (এ ক্যাটাগরি) হিসেবে চিহ্নিত ছিল; কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য এটি 'বি ক্যাটাগরি' তে অবনমিত করা হয়েছে। 'বি' ক্যাটাগরি প্রকল্প হিসেবে বরাদ্দের ৭৫% অর্থাৎ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে যা এনজিও সমূহের বিল প্রদানসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে প্রকল্প সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরির পাশাপাশি সুনাম ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এনজিওসমূহের সার্ভিস চার্জ বাবদ এবং শিশু শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও সীডমানি বাবদ প্রাপ্য ২৭৩ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে ৯৬.২০ কোটি (প্রায়) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানো ১৭৬.৮০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় বলেন, প্রকল্পের মূল কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে শুধু বিল বকেয়া রয়েছে, এই গুরুত্বটা বুঝিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি'তে ১৭০ কোটি বরাদ্দ দেওয়া হলে জুন ২০২৩ এ প্রকল্প সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩২৬২.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার সময় নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ কার্যক্রম সমাপ্ত না হলে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা যাবে না। তাই এ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অব্যয়িত টাকা "বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনপূর্বক অতিরিক্ত বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব, সুরাইয়া জাহান জানান, প্রকল্পের জন্য এখনও অনেক বরাদ্দ প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ বিভাগের ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের পত্র অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের মাধ্যমে বা সংশোধিত বাজেটে আলোচনার মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে। যেহেতু শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের সংখ্যা মাত্র ০২টি; সেহেতু প্রকল্পসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় করার সুযোগ খুবই কম। তাই সুষ্ঠু যোগাযোগ, ২০২২-২৩ আরএডিপি এবং আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দে সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন, অর্থ বিভাগের ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি হতে 'এ' ক্যাটাগরিতে পুনঃ স্থানান্তরের জন্য অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প অফিস হতে ক্যাটাগরি পরিবর্তন বিষয়ে এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প অফিসকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে সু-সমন্বয় করে প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য সচিব মহোদয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। **সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি হতে 'এ' ক্যাটাগরিতে পুনঃস্থানান্তরের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন;
খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি'তে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যথাসময়ে পত্র প্রেরণ করবেন;
গ) "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অব্যয়িত টাকা "বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনপূর্বক অতিরিক্ত বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
ঘ) আরএডিপি'তে পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে জুন ২০২৩ এ প্রকল্প সম্পন্ন করতে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
ঙ) প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে সু-সমন্বয় করে যথাযথভাবে প্রকল্প পরিচালনা করবেন;

০৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৪.০০৪.২১.১১২

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৯
২৬ ডিসেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৮) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৯) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১০) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

১১) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৩) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

১৪) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১৫) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১৬) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার , আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

এস.এইচ.এম. মাগফুরুল হাসান আব্বাসী
সিনিয়র সহকারী সচিব